পরিচ্ছেদ- ৩

মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে পূর্ব যুগের জগত বিখ্যাত ইমাম মোজতাহিদ আলেম এবং ভারত ও বাংলার বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণের ফতোয়া ঃ

কতিপয় নাম- যারা মিলাদ ও কিয়ামকে জায়েয বলেছেন ঃ

(১) আল্লামা ইমাম বুরহানুদ্দীন হালাবী (রাহঃ) বলেনঃ

"বহু লোকের প্রচলিত অভ্যাস হয়ে গেছে যে, যখন তারা রাসুলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লামের পয়দায়েশের কথা শ্রবণ করেন, তখন তাজীমের জন্য কিয়াম করেন। এরূপ অন্যান্য বিদয়াত খারাপ নয়।" (সীরাতে হালাবিয়াহ্ ১ম খন্ড ৯৩ পৃঃ, জাহান্নমী কে ৩৫ পৃঃ) কিন্তু নবী বিদ্বেষীরা প্রত্যেক বিদয়াতকেই খারাপ বলে।

(২) হুজজাতুল ইসলাম ইমাম গাজজালী (রাহঃ) বলেন ঃ

"মজলিসের ৫ম আদব হলো- তাজিমী কিয়ামের ব্যাপারে (উপস্থিত

www.sunnibarta.com

জনতার) সহযোগিতা করা। যখন তাদের মধ্যে কেহ ভাবাবেগে বা বিনা ভাবাবেগে দাঁড়িয়ে পড়েন, তখন তাদের সহযোগিতা করা অবশ্য কর্তব্য"। (ইহ্ইয়াউল উলুম- ইমাম গাজজালী)।

(৩) হযরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদ আল্ফে সানী সাইয়িদ আহমাদ ফারুকী সিরহিন্দি (রাহঃ) বলেন ঃ

"আনোয়ারে কাতেয়া কিতাবের ২৯৮-২৯৯ পৃঃ উল্লেখ আছে যে, বাগদাদ শরীফের হযরত গাউসে পাক বড়পীর শেখ সাইয়িদ মহীউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (রাঃ)-এর মসজিদের ইমাম মিলাদ ও কিয়ামকে জায়েয ও মুস্তাহাব বলেছেন"। (মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী ৩য় খন্ড ৭২ পৃঃ)।

(৪) মাওলানা আবদুল হক মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ) বলেন ঃ

"আমার মতে বেলাদাত শরীফের বর্ণনার সময় কিয়াম করা উত্তম। কেননা, তা দ্বারা রাহমাতুল্লিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লামের আত্মপ্রকাশ হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার শোকর আদায় করা হয়"। (দুররুল মুনাজজম ৬৯ পৃঃ)।

(৫) আল্লামা ইমাম ওসমান বিন হাসান (রাহঃ) বলেনঃ

"সুন্নাত ওয়াল জামাত ভুক্ত ওলামাগণ কিয়ামকে মুস্তাহ্সান হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। হযরত নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "আমার উম্মতগণ গোমরাহীর ব্যাপারে কখনও একমত হবে না"। (ইসবাতুল কিয়াম ও ইসবাউল কালাম ৫৪ পৃঃ)। সুতরাং মিলাদ কিয়ামকে যারা হারাম বলে- তারা কখনও আহ্লে সুন্নাত ভুক্ত নয়- যদিও তারা তা দাবী করে থাকে।

(৬) আরেফ বিল্লাহ্ ও মুজতাহিদ আল্লামা জাফর বরজিন্জী (রাহঃ) বলেন ঃ

"হযরত নবীয়ে পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.sunnibarta.com

সাল্লাম-এর পয়দায়েশের বর্ণনা কালে কিয়াম করাকে ছাহেবে রাওয়ায়েত ও দিরায়াত- অর্থাৎ হাদীস ও ফিকাহ্ বিশারদ ইমামগণ মুস্তাহসান বলেছেন"। (ইকদুল জাওহার ও মাওলিদে বরজিন্জী)।

(৭) খাতেমুল মুহাদ্দেসীন হযরত মাওলানা জয়নুদ্দীন দাহ্লান (রাহঃ) বলেন ঃ

"হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়দায়েশের রাত্রে আনন্দ প্রকাশ করা, মিলাদ শরীফ পড়া, পয়দায়েশের বর্ণনার পর কিয়াম করা, মাজলিসের লোকদিগকে খাওয়ানো- ইত্যাদি কাজ উত্তম।ইহা ব্যতিত বহু নেক কার্য এ সময় করা হয়- যা মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত আছে। এসমস্তই হযরত নবী পাকের তাজীমের বিষয় বুঝতে হবে"। (দুরারুস সানিয়া, জাহান্নামী কে? ৩৭ পৃঃ)।

(৮) আল্লামা ইমাম সফুরী (রাহঃ) বলেন ঃ

"বেলাদত শরীফ বর্ণনার সময় কিয়াম করা সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নেই। কেননা, ইহা বিদয়াতে হাসানাহ। একদল আলেম ইহাকে মুস্তাহাব বলে ফতুয়া দিয়েছেন এবং অন্যদল ঐ সময় দরুদ শরীফ পড়া ওয়াজিব বলেছেন। কারন, দরুদ শরীফ পাঠ করা প্রত্যেক ইমানদারের উপর ওয়াজিব। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই। বেলাদাত শরীফ বর্ণনার সময় কিয়াম করা তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধারই অন্তর্গত।" তিনি (ইমাম সফুরী) আরো বলেন- "আল্লাহ্ তায়ালার কসম- যিনি রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন- যদি মস্তকের উপর ভরকরে দন্ডায়মান হওয়া সম্ভব হতো- নিশ্চয় আমি তাঁর তাজীমের জন্য তাই করতাম- এই উদ্দেশ্যে- যেন আল্লাহু তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি।" (নুজহাতুল মাজালিস ২য় খন্ড ১৩২ পৃঃ, জাহান্নামী কে? ৩৭ পৃঃ)।

www.sunnibarta.com

(৯) মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী বলেন ঃ

"আল্লামা ইমাম সুয়ুতী (রাহঃ) বলেন ঃ মিলাদ ও কিয়াম হলো অধিক ফলদায়ক আমল। কারণ, এ দুটি কার্য দ্বারা মিলাদ অনুষ্ঠানকারীর হৃদয়ে নবী কারীম রাউফুর রাহীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত, মর্যাদা ও মহিমার ভাব এবং উদ্দীপনা জেগে উঠে। (সূত্রঃ জখিরায়ে কারামত ৩য় খন্ড শেষের অংশ আল্ মুলাখখাস)

(১০) মিলাদ বিরোধীদের মান্যবর মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী বলেনঃ

"মিলাদের কিয়াম মুস্তাহ্সান" । (মজমুয়ায়ে ফতোয়া- মালেক পাবলিশার্স পৃঃ ৯৭)।

(১১) মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (ফুরফুরা) মিলাদ ও কিয়ামকে জায়েয বলেছেন এবং তার হাজার হাজার খলিফা, লক্ষ লক্ষ মুরীদগণ মিলাদ ও কিয়াম করেছেন এবং করতেছেন।

(১২) ১২৮৮ হিজরীতে আল্লামা আবদুর রহীম সাহেব মিলাদ কিয়াম সম্পর্কে আরব থেকে একটি ফতুয়া এনে ছিলেন, যা "রাওজাতুন নজম" কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে মক্কা শরীফের ৩২ জনসহ, মোট ৮৯ জন মুফতীগণের দস্তখত রয়েছে।

উক্ত ফতুয়ার পক্ষে হিন্দুস্থানের যারা সমর্থন দিয়েছেন- তারা হলেন- (১) মাওলানা ওবাইদুল হক বাদায়ুনী প্রধান মুদাররিস মাদ্রাসা মুহাম্মদিয়া, বোম্বাই। (২) বিখ্যাত পীর ও হাদী সৈয়দ এমদাদুদ্দীন রেফায়ী, বোম্বাই। (৩) বহুগ্রন্থের প্রনেতা মাওলানা ওয়াকীল আহাম্মাদ, হায়দারাবাদী। (৪) মাওলানা আবুল বারাকাত- ইউ,পি, গাজীপুর (৫) মাওলানা আবদুল মজীদ, লক্ষ্ণৌ। (৬) মাওলানা আঃ মতিন, মুফতী ও হেডমাওলানা আজীজীয়া মাদ্রাসা, বিহার (৭) মাওলানা হাফেজ আঃ আজীজ, মুহাদ্দিস মাদ্রাসা মেছবাহুল উলুম, মুবারাকপুর, আজমগড়।

www.sunnibarta.com

(৮) মুফতী মাওলানা হাসীবুদ্দীন, মাদ্রাসা দারুল উলুম গণ্জবাধা, ইউ,পি। (৯) শাহে আলম মাদ্রাসার দারুল ইফতার মুফতী মাওঃ আজীজুর রহমান- গুজরাট। (১০) দারুল উলুম আশ্রাফিয়া দারুল ইফতার মুফ্তী মাওঃ আঃ মান্নান আজমী- মুবারাকপুর, আজমগড়। (১১) দিল্লী জামে মস্জিদের ইমাম ও ফতেহ্পুরী মসজিদের মুফতী মাওলানা মাজহারুল্লাহ্। (১২) মাওলানা আঃ আজীজ মুহাদ্দেস দেহলভীর ছাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী। (১৩) বাহারে শরীয়তের লিখক মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী। (১৪) মুফতীয়ে হিন্দ মুস্তফা রেজা খান সাহেব বেরেলভী- প্রমূখ মুফতীগণ।

(১৩) মাওলানা আবদুস সামী রামপুরী (রহঃ) রচিত জগত বিখ্যাত আনোয়ারে সাতেয়া কিতাবের ২৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- "লক্ষ্ণৌ ফিরিঙ্গী মহলের আলেমগণ ১২৭৯ হিজরীতে একটি ফতুয়া লিখেন- যা পুস্তক আকারে মুদ্রিত হয়েছিল। উহাতে লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, রামপুর, বেরেলী, হায়দ্রাবাদ, সাহারানপুর, বোম্বাই, গাজীপুর, কানপুর, মিরাট, বাদায়ুন, আহ্মদাবাদ, আলীগড়- প্রভৃতি স্থানের ১০৯ জন আলেম ও মুফতীগণের দস্তখত রয়েছে। এই ১০৯ জন আলেমের মধ্যে দেওবন্দের মুরব্বী মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহারানপুরী ও হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেবদ্বয় উল্লেখযোগ্য।